36

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 01 DEC 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে শিক্ষা ব্যবস্থার সকল সমস্যার সমাধান থাকিবে

প্রধানমন্ত্রী

বাসস ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলিয়াছেন, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সার্বিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার সকল সমস্যার সমাধান থাকিবে। তিনি বলেন, 'আমরা কয়েকটি স্থায়ী নীতির ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান চাই। 'এই লক্ষ্যেই শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হইতেছে। বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক' সমিতির একটি প্রতিনিধি দলের (২য় পৃঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সদস্যদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী গতকাল (রবিবার) আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ভাষণদানকালে একথা বলেন।

তিনি বলেন, ১৯৭৫ সনের পর হইতে সকল সরকারই এডহক ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চালাইয়াছে। ফলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় অব্যবস্থা ও পর্বতসম সমস্যা দেখা দিয়াছে। তিনি বলেন, তাঁহার সরকার ক্ষমতায় আসার পর একটি নিয়ম-নীতির আওতায় প্রতিটি মন্ত্রণালয় চলিতেছে। সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমুখী পদক্ষেপের সুফল শীঘ্রই জনগণ পাইবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শীঘ্রই জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হইবে।

তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষাখাতের সকল সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য ডঃ কুদরত-ই-খুদা কমিশন গঠন করেন। এবং কমিশন যথারীতি রিপোর্ট পেশ করেন। কিন্তু ১৯৭৫ সনে ঘাতকরা জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা করায় বঙ্গবন্ধু কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন হয় নাই। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু দেড়লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষককে সরকারী কর্মচারীর মর্যাদা দিয়াছিলেন। তাহাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার জন্য বঙ্গবন্ধু এই পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, অতীতের সরকারগুলি শিক্ষকদের কোন কল্যাণ না করিয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিষাইয়া দিয়াছিল। তাহারা ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিয়া ছাত্রদের নৈতিকতা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তিনি বলেন, তাঁহার সরকার ২০০৬ সনের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। তিনি শিক্ষাখাতের উন্নয়নে সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আগাইয়া গিয়াছে। উহার সাথে তাল মিলানোর জন্য আমাদেরও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটাইতে হইবে।

প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামে শিক্ষক সম্প্রদায়ের অবদানের জন্য তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। শিক্ষক সমিতির বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করিয়া তিনি যথাযথ পদক্ষেপ নিবেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপমন্ত্রী অধ্যাপিকা জিন্নাতুন নেসা, সমিতির নেতা তোফাজ্জল হোসেন, গোলাম মোহাম্মদ মনসুর আলী বক্তব্য রাখেন।